উলুবনে মুক্তা খোঁজা ।

সেতারা হাশেম

উইকিপেডিয়ার বিশ্লেষণ অনুযায়ী Quran does not describe natural facts in a scientific manner but teaches that natural and supernatural events are signs of God. ধর্ম হলো ব্যক্তিগত বিশ্বাস, যা একজন মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদা মিটায় । মানুষ ভেদে এই আধ্যাত্মিক চাহিদার তারতম্য ঘটে । আধ্যাত্মিক চাহিদা যাদের তীব্র তারা প্রাকৃতিক ও অলৌকিক ঘটনার পার্থক্য বুঝতে চায় না । বুঝাতে গেলেই ক্ষিপ্ত হয় ।

একটা প্রবাদ আছে "কলমিকে আমি ছাড়তে চাই, কিন্তু কলমি আমাকে ছাড়ে না" । সেতারা হাশেমের অবস্থাটা তাই । সেতারা হাশেম ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে চায় না । কিন্তু তার ঘাড়ে ধর্ম এসে পড়ে, ফলে তাকে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে হয় । তাই কোরান নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কেউ কেউ ক্ষিপ্ত হয়ে অভদ্রচিত ভাবে আক্রমন করেন ।

বাসার সাহেব দাবী করছেন তিনি সেতারা হাশেমকে অপ্রকৃতিস্থ বলেননি, অপ্রকৃতিস্থ বলেছেন তার বাসনাকে, অর্থ্যাৎ তার অপ্রাকৃত, অবাস্তব উচ্চাভিলাষকে । সেতারা হাশেমের বাসনা হিসাবে যে চারটি বিষয়ের কথা বাসার সাহেব উল্লেখ করেছেন, তা ছিল বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের বক্তব্য । অর্থ্যাৎ জনাব বাসারের কাছে বিজ্ঞানের বিগ ব্যাং তত্ত্ব, ডারউইনের প্রানী বিবর্তন তত্ত্ব, নৃ-বিজ্ঞান তত্ত্ব ও সমাজ বিবর্তন তত্ত্বগুলি হলো অপ্রাকৃত ও অবাস্তব এবং ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্ব হলো বাস্তব । তার ধারণা, সৃষ্ট হলেই সৃষ্টা থাকতে হবে, যদিও বিজ্ঞান তা মনে করে না । প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের কারণ উদ্ঘাটন ও বস্তুর বৈশিষ্ট বিশ্লেষণ হলো বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয়বস্তু, যার সাথে অলৌকিক শক্তির কোন সংস্রব নাই ।

দেখা যাক, সৃষ্টা আল্লাহর সংজ্ঞাটা কি, God is most often conceived of as the supernatural creator and overseer of the universe. ইংরাজী Conceive শব্দটির বাংলা অর্থ হলো ধারণা বা কল্পনা করা । তা হলে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ হলো কল্পিত এক অলৌকিক শক্তি, প্রাকৃতিক শক্তির মতো যার কোন বাস্তব ভিত্তি নাই । কল্পিত এই অলৌকিক শক্তি দর্শনশাস্ত্রের বিবেচ্য বিষয়বস্তু । প্রানী জগতের একমাত্র মানব মস্তিষ্ক কল্পনা করতে পারে । তাই কল্পিত অলৌকিক শক্তি নামের সৃষ্টিকর্তা হলো মস্তিষ্কের ক্রিয়াজনিত ফলাফল । মস্তিষ্ক ছাড়া কল্পনা করা যায় না । অতএব মস্তিষ্ক হলো মুখ্য বা আদি এবং কল্পনা, অর্থ্যাৎ আল্লাহ বা ঈশ্বর হলো গৌণ । তাই আদি ছাড়া গৌণের কোন গুরুত্ব থাকে না ।

মানুষ মৃত্যুর বা ধ্বংসের কারণ উদ্ঘাটনে ব্যর্থ নয় । বস্তু ও প্রকৃতি উভয়ই পরিবর্তনশীল এবং পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান । প্রাকৃতিক শক্তির তুলনায় বস্তুর শক্তি সীমিত । তাই প্রকৃতির সাথে দ্বন্দ্বে বস্তুর শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হলে বস্তুর মৃত্যু বা ধ্বংস হয় ।

সুরা আল-হুমাযাহ (১০৪) এ পরনিন্দাকারী ও কুৎসা রটনাকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে তাদের অর্জিত ধনসম্পত্তি তাদেরকে অমর করবে না । তাদের শাস্তি হবে । এই সুরার সাথে ব্যক্তি সম্পত্তির যোগসুত্র বোধগম্য নয় । আখতার সাহেব কোরাণ পড়েছেন, কিন্তু কোরানের অর্থ ঠিকভাবে বুঝেন নাই । তাই তিনি সুরা আল-হুমাযাহ এর মধ্যে ব্যক্তি সম্পত্তির সন্ধান পেয়েছেন । তিনি সুরা আল-বাকারা-গরু (০০২) এর উল্লেখ করেছেন, যাতে সব কিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে । যে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে না, তাকে তিনি শয়তান হিসাবে উল্লেখ করেছেন ।

বিজ্ঞান অন্ধভাবে কোন কিছুই বিশ্বাস করে না, বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন যুক্তির বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার । তাই আখতার সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী বিজ্ঞান হলো শয়তান । আবার এই আখতার সাহেবই উলুবনে মুক্তার সন্ধান করে বিজ্ঞান নামের শয়তানের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে বুক চাপরালেন । দেখা যাচ্ছে কোরানের যথোপযুক্ততা প্রমানের জন্য বিজ্ঞান নামের শয়তানের প্রয়োজন পড়ছে, অর্থ্যাৎ আখতার সাহেব নিজের বক্তব্যের বিরুদ্ধে নিজেই মত প্রকাশ করলেন ।
আখতার সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহ কোরানের মধ্যে বিজ্ঞান ঢুকিয়ে দিয়েছে । তাহলে আখতার সাহেবদের মতো কোরান পড়ুয়ারা বিজ্ঞানে অনেক অবদান রেখেছেন । এখন আখতার সাহেব বলুন, প্রতিদিন আপনি বিজ্ঞানের যে প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করেন তার কোনটা কোরান পড়ুয়াদের অবদান । কোরান হলো অসভ্য মানুষকে সভ্য বানানোর প্রাথমিক ছবক, অর্থ্যাৎ আদর্শলিপি । বিজ্ঞান হলো সভ্য মানুষের চিন্তার ফসল । তাই আখতার সাহেব, ডুডুও খাব, আবার টামুকও খাব, তা তো হয় না । বিজ্ঞানের উপর আস্থা রাখতে হলে কোরানকে বিবেচনায় নেয়া যায় না । কারন কোরান মানুষকে অন্ধভাবে বিশ্বাসের উপদেশ দেয় ।
সেতারা হাশেম কর্তৃক সুরা লেখতে না পারার অপারগতা প্রমান করে না যে, কোরান আল্লাহ কর্তৃক লিখিত । আর একটা উদহারন দেই, অশিক্ষিত লালন ফকির অসংখ্য আধ্যাত্মিক গান রচনা করেছেন । সেতারা হাশেম ঐ সকল গান লেখার যোগ্যতা রাখে না । এর অর্থ এই নয় যে গানগুলি লালন লেখে নাই, লিখেছে আল্লাহ । তাই এরকম যুক্তি জ্ঞানের দৈন্যতা প্রকাশ করে । সেতারা হাশেম কর্তৃক লিখিত ‘‘পন্ডিত হুজুরের আবির্ভাব’’ পড়ে যখন পন্ডিত হুজুরের সন্ধান পেলেন না, তখন আপনার জ্ঞানের তারিফ করতে হয় । তাই অন্যের জ্ঞানের দৈন্যতা মাপার আগে আখতার সাহেব নিজ জ্ঞানের গভীরতা মেপে নিন এবং অর্থ বুঝে কোরাণ পড়ুণ ।